৩৮তম বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষ্যে
পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বাণী

“আশায় অনন্দিত হও”

(রোমীয় ১২:১২)

যুবা প্রীতিভাজনেরা

বিগত আগস্ট মাসে বিশ্ব যুবদিবস উপলক্ষ্যে লিসবনে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনে তোমাদের সমবয়সী কয়েক লক্ষাধিক যুবক-যুবতীদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। করোনা মহামারীর সময়ে এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও আমরা আশা করেছিলাম যে, এই মাহেন্দ্রক্ষণে যুবক-যুবতীদের নিয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে একত্রিত হতে পারব। আমিসহ অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিলেন আমাদের সকলের আশা পূর্ণ হয়েছে, যা ছিল আমাদের প্রত্যাশার অতীত।। লিসবনে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনটি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়, নবীকরণের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা এবং আলো ও আনন্দের এক মহান বিস্ফোরণ।

যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগের পর “ঐশপ্রসাদপূর্ণ চত্ত্বরে” আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, পরবর্তী বিশ্ব যুবদিবস ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল শহরে। প্রথমে আমি অবশ্য ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রোমের পুণ্য-নগরীতে যুবাদের জুবিলী উদযাপন করতে তোমাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছি, যেখানে তোমরা হবে “প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী”। যুবক-যুবতী হিসেবে তোমরাই প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীর আনন্দপূর্ণ আশা ও মানবতার চলমান পথিক। আমি তোমাদের হাত ধরে আশার পথে একসঙ্গে চলতে চাই। আমি তোমাদের ও মানব পরিবারের সকল ভাইবোনদের সাথে আনন্দ ও আশা, দুঃখ ও বেদনার কথা বলতে চাই (cf. Gaudium et Spes, 1)। এই দুই বছরে জুবিলীর প্রস্তুততিস্বরূপ আমরা প্রথম বছরে ধ্যান করব সাধু পলের উক্তি: “আশায় আনন্দিত হও” (রোমীয় ১২:১২) এবং পরবর্তী বছরে আমরা ধ্যান করব প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী: “যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পথ চলায় ক্লান্ত হবে না” (ইসাইয়া ৪০:৩১)।

এই আনন্দের উৎস কোথায়?

যখন রোমের খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ নির্যাতিত হচ্ছিল সেই সময়ে “আশায় আনন্দিত হও” -- এটাই ছিল সাধু পলের অনুপ্রেরণার বাণী। খ্রিস্টের পাস্কারহস্য এবং পুনরুত্থানের শক্তির ফল স্বরূপ “আশায় আনন্দ” বাণীটি প্রেরিতদূত পল ঘোষণা করেছিলেন। এই কথা আমাদের মানবিক প্রচেষ্টা, আমাদের পরিকল্পনা বা দক্ষতার ফল নয়; বরং খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাতে প্রাপ্ত শক্তির ফল। খ্রিস্টীয় আনন্দ স্বয়ং ঈশ্বর থেকে আসে; তিনি যে আমাদের ভালবাসেন তার উপলব্ধি থেকে আসে।

২০১১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত যুব দিবসের অভিজ্ঞতার পর পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রশ্ন করেছিলেন: “এই আনন্দের উৎস কোথায়? কীভাবে তার ব্যাখ্যা করা যায়? এখানে অবশ্যই অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। কিন্তু সব চাইতে বড়ো নিশ্চিত ভিত্তি হচ্ছে আমার বিশ্বাস যার ফলে বলতে পারি: ঈশ্বর আমাকে চান, ইতিহাসে আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি আমাকে ভালবেসেছেন।” পোপ ষোড়ষ বেনেডিক্ট তাঁর

বাণীতে আরও বলেন: "সর্বোপরি এই বোধ থাকা যে, ঈশ্বর আমাকে নিঃশর্ত ভাবে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর যদি আমাকে গ্রহণ করেন এবং এ সম্বন্ধে আমি যদি বিশ্বাস করি, তা হলে আমি নিশ্চিত জানি যে, আমার জীবনের অস্তিত্ব একটি শুভ বিষয়, কঠিন মুহূর্তেও মানুষ হওয়া একটি কল্যাণকর বিষয়। বিশ্বাস একজনকে আন্তর-গভীরে সুখী করে।" (Address to the Roman Curia, 22 December 2011)

আমার আশা কোথায়?

যুব-বয়স হচ্ছে বহু আশা ও স্বপ্নের সময়। ঐশসৃষ্টির প্রভা, বন্ধু-পরিজন ও পরিবারের সাথে আমাদের সম্পর্ক, চিত্রকলা ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে আমাদের পরিচিতি,শান্তি, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রচেষ্টা এবং আরও অনেক সুন্দর বিষয় দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলি। তবে আমরা এমন একটি কালে জীবন যাপন করছি যখন যুবক-যুবতিসহ বহু মানুষের জীবনে যেন কোনো আশা নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের সমসাময়িক কালে অনেকেই যুদ্ধ, সহিংস সংঘর্ষ, নৃশংসতা, হুমকিসহ নানা ভয়-ভীতি ও কঠিন অবস্থার শিকার হচ্ছে; তারা হতাশাগ্রস্ত, ভীত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তারা নিজেদেরকে অন্ধ-কারাগারে বন্দী বলে অনুভব করে যেখানে সত্যের সূর্য প্রবেশ করতে পারে না। এই অবস্থার নাটকীয় চিত্র হচ্ছে যুবাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা। এমতাবস্থায় সাধু পলের প্রচারিত আনন্দ ও আশা কীভাবে পেতে পারি? এখানে বড়ো একটা ঝুঁকি হচ্ছে আমরা সবাই হতাশার শিকার হয়ে যাব এই ভাবনায় যে, ভাল কাজ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ তা কারো কাছে পছন্দও হবে না আর সমর্থনও পাওয়া যাবে না। আমরা প্রবক্তা যোবের সাথে এক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি: "তবে আমার আশা কোথায়? কে আমার আশা দেখতে পারে?" (যোবঃ ১৭:১৫)

আমরা যখন মানুষের শোকাত্মকঘটনা দেখি, বিশেষ করে যখন নির্দোষ মানুষের কষ্টযন্ত্রণা দেখি, তখন আমরা সামগীতিকারের কথা প্রতিধ্বনিত করে প্রভুকে বলতে পারি: "কেন?" একই সময়ে, আমরাও অবশ্য ঈশ্বরের উত্তর আমার নিজের করে নিতে পারি। আমরা যেহেতু ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, সেহেতু আমরাও তাঁর ভালবাসার নিদর্শন হতে পারি, যা আমাদের হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় জাগিয়ে তোলে আনন্দ ও আশা। আমি স্মরণ করছি *"লাইফ ইজ বিউটিফুল" বা "জীবন তো সুন্দর"* চলচিত্রটি যেখানে একজন যুব-বয়সী পিতা, অনেক সংবেদনশীলতা ও সৃজনশীলতার সাথে, কঠিন বাস্তবতাকে খুবই একটা দুঃসাহিকতাপূর্ণ এবং ক্রিড়ামোদি বিষয়ে রূপান্তরিত করতে পারে। বন্দী-শিবিরের বিভৎসতা থেকে রক্ষা ক'রে, তার নির্দোষিতা এবং মানুষকে অপকার করার ইচ্ছা থেকে রক্ষা ক'রে, এই বাবা তার ছেলেকে "আশার দৃষ্টিতে" সবকিছু দেখতে সক্ষম করে তুলছে। এই ধরনের গল্প শুধু কল্প কাহিনী নয়! কতো সন্তজনের জীবনে মন্দতার বিভৎস ঘটনা ঘটেছে যারা আশার দৃষ্টান্তমূলক সাক্ষ্য রেখে গেছেন। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি: সাধু মেক্সিমিলিয়ান মেরী কোলবে, সাধু যোসেফিন বাখিতা, ধন্য যোসেফ ও উইক্তোরিয়া উলমা এবং তাদের সাত সন্তানের নাম।

সাধু ষষ্ঠ পল সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন কিভাবে মানুষের মাঝে আশা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণায় উজ্জীবিত করা যায়: "একজন খ্রিস্টভক্ত বা খ্রিস্টীয় সংগঠনদল, তাদের সমাজের মধ্যে, অকল্পনীয় ও পূর্বে দেখা যায়নি এমন আশা সহজ-সরল ভাবে ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের বিশ্বাসের আলো বিচ্ছুরিত করতে পারে।" (Evangelii Nuntiandi, 21)

আশা, সেই "ক্ষুদ্র" গুণটি

ফরাসী লেখক চার্লস পেগী "আশা"কে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন; এই কবিতার শুরুতে তিনি তিনটি ঐশতাত্ত্বিক গুণগুলোর বিষয়ে বলেছেন- বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা- এরা তিন বোনের মতো এবং তারা একসঙ্গে পথ চলে:

"আশা ছোট বোন, তারবড় দুই দিদির পাশে থেকে পথে হাঁটে, বলতে গেলে অগোচরে।

তথাপি, সেই ছোট্ট জনই সবকিছুকে কাছে টেনে আনে।
কেননা বিশ্বাস শুধু তাই দেখে যার অস্তিত্ব আছে।
ভালবাসা তাকেই ভালবাসে যার অস্তিত্ব আছে।
কিন্তু আশা ভালবাসে সেই সবকিছু যা ভবিষ্যতে আসবে।

আশাই অন্যদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়;
আশা অন্যদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যায়;
আর সবাইকে একত্রে পথ চলতে সাহায্য করে"।

(দ্বিতীয় গুণের রহস্যের দ্বারমণ্ডপ)
আমি নিজেও একমত যে, আশা হলো নম্র, ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি আবশ্যকীয়। একটু চিন্তা করো তো – আশা ছাড়া আমরা কি করে বেঁচে থাকতে পারি? আশা ব্যতীত আমাদের দিনগুলো কেমন হবে? আশা হলো আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে লবণস্বরূপ।

আশা, অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত আলোস্বরূপ

খ্রিস্টিয় ঐতিহ্য অনুসারে নিস্তার দিবসত্রয়ের মধ্যে পুণ্য শণিবার হলো আশার দিবস। পুণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থানের মধ্যস্থিত এই দিনটি যেন শিষ্যদের হতাশা এবং পুনরুত্থানের ভোরের আনন্দের মধ্যকার একটি নির্জন স্থান। এই স্থানেই আশা জন্ম নেয়। পুণ্য শনিবারে, মণ্ডলী স্মরণ করে যে, খ্রিস্ট নীরবে পাতালে অবরোহন করেন। আমরা অনেক আইকন চিত্রে এই দৃশ্য দেখতে পাই যে, আলোকসজ্জিত আমাদের প্রভু যিশু গভীরতর অন্ধকারে নেমে যান এবং সেইসব অতিক্রম করে যান। ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের মৃত্যু-অভিজ্ঞতার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, অথবা দূর থেকে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে আসেন, এমনটা নয়; আমাদের নরক-যন্ত্রণাময় মুহূর্তগুলোর মধ্যে তিনি আলো হয়ে প্রবেশ করেন, যার ফলে অন্ধকারে আলো উদ্ভাসিত হয় এবং অন্ধকার পরাভূত হয় (দ্রঃ যোহন ১:৫)। দক্ষিণ আফ্রিকার জোসা ভাষার একটি কবিতায় এই বিষয়টা চকৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: "আশা যদি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবুও আমি এই কবিতার মধ্য দিয়ে আশা জাগিয়ে তুলব। আমার আশা পুনঃসঞ্জীবিত কেননা আমি প্রভুতে আশা রাখি। আমি আশা করি একদিন আমরা এক হব! আশায় স্থির থাকো কেননা তার শুভফল সন্নিকট"।

যদি আমরা চিন্তা করি, কুমারী মারীয়ার আশাটাও ছিল ঠিক তাই; তিনি যিশুর ক্রুশের নীচে স্থির থেকেছিলেন কেননা তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, "ভাল ফল" শীঘ্রই আসন্ন। মারীয়া একজন আশাবাদী নারী, তিনি আশার জননী। কালভেরীতে, "সকল দুরাশার মাঝে আশা" (দ্রঃ রোমীয় ৪:১৮), তাঁর পুত্রের দ্বারা প্রচারিত পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা থেকে তিনি কখনো সরে যাননি। আমাদের জননী মারীয়া পুণ্য শনিবারের নীরবতাকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালবাসা ও আশাপূর্ণ বাসনা দিয়ে, আর তিনি শিষ্যদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা জাগিয়ে তুলেছিলেন যে, যীশু মৃত্যুকে জয় করবেন আর মন্দতা কোন সময়ই শেষ কথা হয়ে থাকবে না।

খ্রিস্টীয় আশা কোন সহজলব্ধ আশাবাদ নয়, বিশ্বাসপ্রবন কোন ধূয়ো নয়: এটা হলো নিশ্চয়তা, ভালবাসা ও বিশ্বাসে প্রোথিত সে, ঈশ্বর আমাদেরকে কখনো ত্যাগ করেন না এবং তিনি তার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত থাকেন: "ছায়াছন্ন গিরিসঙ্কট যদি পেরিয়ে যাই আমি, তবুও কোন অমঙ্গল ভয় করি না, কারণ তুমি যে আমার সঙ্গেই আছ" (সাম ২৩:৪)। খ্রিস্টীয় আশা কোন সময় দুঃখ-দুর্দশা ও মৃত্যুকে অস্বীকার করে না; এটা হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ভালবাসার উদ্‌যাপন, যিনি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন, এমনকি তখনও যখন মনে হয় তিনি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে আছেন। "খ্রিস্ট নিজেই হলেন আমাদের আশার আলো এবং অন্ধকারের পথ প্রদর্শক, কেননা তিনিই হলেন "উজ্জল প্রভাত তারা" (খ্রিস্ট জীবিত, ৩৩)।

আশা প্রতিপালন করা

আমাদের মধ্যে আশার বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার পর এমন সময় আসতে পারে যখন দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি আর দৈনন্দিন জীবনের চাপ আশার আলো নিভে যাবার ঝুঁকির সম্মুখীণ হয়। অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন যাতে বড়ো অগ্নিকুন্ডে পরিণত হতে পারে। ঠিক সেইরূপ পবিত্র আত্মার প্রশান্ত প্রাণবায়ূ আমাদের আশা লালন করে আর আমরা নানা ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি।

প্রার্থনার দ্বারা আশার পরিচর্যা হয়। প্রার্থনা আমাদের আশা সংরক্ষণ ও নবায়ন করে। প্রার্থনা আশার স্ফুলিঙ্গকে পাখার বাতাসে অগ্নিশিখায় পরিণত করে। "আশার প্রথম শক্তি হলো প্রার্থনা। প্রার্থনা করো আর আশা বৃদ্ধি পেয়ে সামনে অগ্রসর হয়"। (ধর্মশিক্ষা, ২০ মে ২০২০ খ্রি.)। প্রার্থনা হলো পাহাড়-চূড়ায় আরোহন করার মতো একটা বিষয়: নিচের জমি থেকে তাকালে সূর্যকে মেঘ-ঢাকা অবস্থায় দেখা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যখন পাহাড়ের উপরে উঠে যাই, তখন সূর্যের আলো ও উষ্ণতা আমাদেরকে আবৃত করে। আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য সর্বদাই সেখানে ছিল, এমনকি যখন আমাদের চারপাশের সবকিছুকে অন্ধকার ও ছায়ছন্ন বলে মনে হয়।

প্রিয় যুব বন্ধুগণ,যখন তোমাদের মনে হয় যে, ভয়, সন্দেহ, দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আর তোমরা আর সূর্য দেখতে পারছ না, তখন তোমরা প্রার্থনার পথ বেছে নাও। কেননা, "যখন কেউই আমার কথা আর শোনে না, ঈশ্বর তখনও আমার কথা শোনেন" (ষোড়শ বেনেডিক্ট, স্পে সালভি ৩২)। আসুন আমরা প্রতিদিন কিছু সময় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি, বিশেষভাবে যখন আমদের মনে হয় সমস্যা-সঙ্কটে আমরা ডুবে যাচ্ছি তখন "নীরবে আমার অন্তর থাকে পরমেশ্বরের আশায়, কারণ তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার আশা" (সামসঙ্গীত ৬২:৫)।

আশা আমাদের নিত্যদিনের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে লালিত হয়। সাধু পলের নির্দেশ – "আশায় আনন্দিত হও" (রোমীয় ১২:১২) আমাদের প্রতিনিদনকার জীবনে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে আহ্বান জানায়। আমি তোমাদেরকে এমন একটি জীবন-স্টাইল বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করছি যার ভিত্তিমূল হবে আশা। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্য দিয়ে নেতিবাচক চিন্তা শেয়ার করা খুবই সহজে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের জন্য আমার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ হলো: প্রতিদিন কমপক্ষে একটি আশার বাণী অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চেষ্টা করো। তোমার বন্ধু-বান্ধব এবং তোমার চারপাশের লোকদের কাছে আশার বীজ বপন করো। কেননা "আশা নম্র, এটি এমন একটি গুণ যা প্রতিদিন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। প্রতিদিন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা পবিত্র আত্মার প্রথম ফসল, পবিত্র আত্মা নিজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্য দিয়ে কাজ করেন।" (Morning Meditation, 29 October 2019).

আশার মশাল জালাও

কোন কোন সময়, যখন তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রে বাইরে যাও, তখন তোমরা তোমাদের স্মার্ট ফোন সঙ্গে নিয়ে যাও এবং সেটাকে লাইট হিসেবে ব্যবহার কর। বড় বড় কনর্সাটে তোমরা হাজার হাজার মানুষ সঙ্গীতের তালে তালে এই আধুনিক মোমবাতিগুলো নাড়াতে থাকো; তখন বিরাট একটা মনমুগ্ধকর আলোর প্রদর্শনী হয়ে ওঠে। রাতের বেলা আলো সবকিছুকে নতুন ভাবে দেখতে আমাদের সাহায্য করে এবং অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। খ্রিস্ট যিশুর আশার আলোতেও ঠিক তা-ই ঘটে। যীশুর কাছ থেকে, তাঁর পুনরুত্থান থেকে আমাদের জীবন আলোর মতো হয়ে ওঠে। তাঁর সঙ্গে, আমরা সবকিছু দেখি একটা নতুন আলোতে।

আমরা শুনেছি যে, যখন লোকেরা সাধু দ্বিতীয় জন পলের কাছে কোন একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আসতো তখন তিনি যে প্রশ্নটি প্রথম করতেন তা হলো: "বিশ্বাসের দৃষ্টিতে আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন?" যখন আমরা কোন কিছুকে আশার আলোতে দেখি, তখন তা ভিন্নরূপ ধারণ করে। সেজন্য আমি তোমাদের উৎসাহিত করছি যেন তোমরা এভাবে বিষয়গুলোকে দেখতে শুরু করো। পরমেশ্বরের এই আশার দান দ্বারাই খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা নতুন আনন্দে পূর্ণ হয় এবং তা তাদের আপন অন্তর থেকে উৎসারিত হয় । চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা সব সময়েই থাকবে, কিন্তু যদি আমাদের থাকে আশায় "পূর্ণ বিশ্বাস", তখন আমরা সবকিছুর মোকাবেলা করতে পারি এই জেনে যে, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা শেষ কথা নয়। আর আমরা নিজেরাও অন্যের জন্য আশার এক আলোক-সংকেত হয়ে উঠতে পারি।

তোমরা প্রত্যেকেই আশার আলোক-সংকেত হতে পারো সেই পরিমাণে যে-পরিমাণে তোমার বিশ্বাস সুনির্দিষ্ট হয়, বাস্তবতায় প্রোথিত হয় এবং আমাদের ভাইবোনদের প্রয়োজনের প্রতি তোমরা সংবেদনশীল হতে পারো। এসো আমরা যীশুর সেই শিষ্যদের কথা স্মরণ করি যারা একদিন একটি উচু পর্বতে তাঁকে মহিমার আলোতে রূপান্তরিত হতে দেখেছিল। যদি তারা সেখানেই থাকতো তাহলে তাদের জন্য সেটা খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হতো, কিন্তু অন্যেরা যে তার সহভাগী হতে পারতো না। তাদেরকে পর্বত থেকে নেমে আসতে হয়েছিল। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। জগত থেকে পালিয়ে বেড়ানো আমাদের উচিত হবে না বরং ঈশ্বর আমাকে যে সময়ে রেখেছেন সেই সময়কে ভালবাসতে হবে, আর এটা বিনা কারণে নয়। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদের যে অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছেন তা ভাইবোনদের সঙ্গে সহভাগিতার মধ্য দিয়েই আমরা কেবলমাত্র আনন্দ খুঁজে পেতে পারি।

প্রিয় যুবক-যুবতীগণ, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আশা ও আনন্দ অপরের সঙ্গে সহভাগিতা করতে কখনো ভয় পেয়ো না! তোমার অন্তরে যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে তা লালন কর, আবার একই সময়ে তা সহভাগিতাও কর। তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে, অন্যকে দেওয়ার মধ্য দিয়েই তা বৃদ্ধি পাবে! নিজস্ব একটি ভালো অভিজ্ঞতা জ্ঞান করে খ্রিস্টীয় আশা আমাদের নিজেদের মধ্যে রেখে দিতে পারি না, কারণ এটা সকলেরই প্রাপ্য। তুমি বিশেষভাবে তোমার সেই বন্ধুদের খুব কাছে থাকো যারা হয়তো বাহ্যিকভাবে হাসতে দেখছে, কিন্তু আশার অভাবে ভেতরে ভেতরে তারা কাঁদছে। উদাসীনতা ও ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার দ্বারা তোমরা নিজেদেরকে আক্রান্ত হতে দিও না। নদী-খালের মতো উন্মুক্ত থাকো যেখানে যিশুর আশা প্রবাহিত হতে পারে আর তুমি যেখানে বাস কর সেখানে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

"খ্রিস্ট জীবিত! তিনি আমাদের আশা, এবং তিনি বিস্ময়করভাবে যুবাদের আমাদের জগতে নিয়ে আসেন!" (খ্রিস্ট জীবন্ত ১)। আমি প্রায় পাঁচ বছর আগে তোমাদের কাছে এই কথা বলেছিলাম যখন যুবা-বিষয়ক সিনড সমাপ্ত হল। আমি তোমাদের সকলকে, বিশেষভাবে যারা যুব-সেবা কার্যক্রমে জড়িত আছ, তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চাই যেন তোমরা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত দলিল, *"খ্রিস্ট জীবিত"* শীর্ষক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রটি পুনরায় পাঠ করার জন্য। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং আশায় জাগ্রত হয়ে, সেই অবিস্মরণীয় সিনডের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সময় এখন এসে গেছে। এসো আমরা আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে আশার জননী মারীয়ার

কাছে নিবেদন করি। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন কি করে আমরা প্রভু যিশু, যিনি আমাদের আশা ও আনন্দ, তাঁকে আমাদের হৃদয়ে বহন করতে পারি এবং অন্যদের সঙ্গে তাঁকে শেয়ার করতে পারি।

প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের জীবন পথে যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তোমরা আনন্দিত হও। তোমরা উপভোগ করো এই প্রত্যাশা করি! আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি ও আমার প্রার্থনায় আমি তোমাদের সাথে যাত্রা করছি। আর আমি তোমাদের কাছে চাই যেন তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর।

রোম নগরী, সাধু যোহন লাতেরান মহামন্দির, ৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.,লাতেরান মহামন্দিরের পার্বণ দিবস।

পোপ ফ্রান্সিস

অনুবাদক:
ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি
নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী

কৃতজ্ঞতায়
মহামাণ্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি।